Aaj Kaal ; 19/7/2018

বঙ্গ

সার্ক ভুক্ত চার দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে উদ্যোগী বণিকমহল

অলকা সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই

সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারত, নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশের মধ্যে যদি পরিবহন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহলে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়ার কথা শিলিগুড়ির। শিলিগুড়ি তখন শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হয়ে থাকবে না, বরং শিলিগুড়ি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে পরিচিত হবে এই শহর। পর্যটন থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হবে। তাই শিলিগুড়ির বণিক মহল এই চুক্তি স্বাক্ষর করার ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর।

ইতিমধ্যে শিলিগুড়ির মাড়োয়ারি ভবনে ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, নর্থবেঙ্গল (ফোসিন) এর উদ্যোগে এদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালাও হয়ে গেল। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে ফুলবাড়ি, চ্যাংড়াবান্ধা, জয়গাঁর ইম্পোর্টার ও এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন, পর্যটন সংস্থা থেকে কিছু বিদেশি সংস্থাও ছিল। ছিলেন কনজিউমার ইউনিটি অ্যান্ড ট্রাস্ট সোসাইটির ডিরেক্টর ব্রতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য ২০১৫ সালে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের মধ্যে গাড়ি চলাচলের ব্যাপারে একটি চুক্তি হয়। যার নাম সংক্ষেপে বিবিআইএন মোটর ট্রান্সপোর্ট এগ্রিমেন্ট। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ভুটান কিছুটা পিছু হটে। তারা এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। ভুটানের বক্তব্য এই চুক্তির ফলে তাদের দেশের পরিবেশের ভারসাম্যে ধাক্কা আসবে। পাশাপাশি এত মানুষের চাপ নেওয়া ভুটানের পক্ষে সম্ভব হবে না। অন্যদিকে এই চুক্তির মধ্য দিয়ে অনুপ্রবেশের আশঙ্কাও করছে ভুটান সরকার। ফলে তারা এই চুক্তি করতে চাইছেন না। কিন্তু ভারতের পক্ষে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীরা এই সামান্য কারণে পিছু হটতে নারাজ। তাই তাঁরা বাকি তিনটি দেশ অর্থাৎ নেপাল, বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে পরিবহন চুক্তির একটি রূপরেখা তৈরি করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। পর্যটন বিশেষজ্ঞ রাজ বসু জানান, এই চুক্তির ক্ষেত্রে পর্যটনকে সামনে রাখা খুবই প্রয়োজন। চারটি দেশের মধ্যেই পর্যটন নিয়ে আলাদা আবেগ আছে। সেই আবেগকে কাজে লাগিয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত করা অনেক সহজ। রাজ বসুর এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়। ব্রতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানান, আমরা প্রাথমিকভাবে একটি রিপোর্ট তৈরি করছি। নানা সমস্যা সামনে আসছে, সেগুলি মিটিয়ে আশা করছি ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে।

Aajkaal – 19/07/18

সুগম হবে সড়কযাত্রা, বাড়বে পর্যটক, পাল্টাবে অর্থনীতি, সক্রিয় রাজ্য

এশিয়ান হাইওয়ে শুরু ইন্দোনেশিয়ার বালি ডেনপানসার থেকে। শেষ ইরানের কোসারাভিতে। ৮টি দেশকে জুড়বে এই অতিকায় রাস্তা

■■■

৬ লেন, ৪ লেন এবং ২ লেনের রাস্তায় মোট পথ ১৩,১৮০ কিলোমিটার

■■■

প্রকল্পের ব্যয় ৭২১ কোটি টাকা

■■■

মায়ানমার হয়ে ভারতের ইম্ফল, মণিপুর হয়ে বাংলাদেশ। চট্টগ্রাম, ঢাকা হয়ে পঞ্চগড় থেকে শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি হয়ে নেপাল পশ্চিমবঙ্গের অংশে পথ ৩৭.২৭ কিলোমিটার। এই পথে ৬টি ফ্লাইওভার। সবচেয়ে বড়টি ৬ লেনের এলিভেটেড ফ্লাইওভার বাগডোগরায়

■■■

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ঋণে কাজ করছে কেন্দ্রের সড়ক মন্ত্রণালয় ও রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তর

■■■

জমি অধিগ্রহণ হয়েছে ৯.৮৭ হেক্টর। অধিগৃহীত জমি বাবদ ১৯০ জনকে ৭৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ। দোকানপাট, বাড়ি সরাতে ৪৩০০ জনকে ক্ষতিপূরণ ৫১ কোটি টাকা

■■■

২০১৭ সালের নভেম্বরে শেষ করার কথা ছিল। আপাতত ঠিক আছে চালু হবে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

শিরিশ মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই

শিলিগুড়ি থেকে বিমানযাত্রীদের বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছতে যানজটে পড়তে হবে। শিলিগুড়ি শহর ঘেঁষে চলে যাওয়া এশিয়ান হাইওয়ে–২ এর ওপর হচ্ছে রাজ্যের প্রথম এলিভেটেড উড়ালপুল। ছয় লেনের এমন উড়ালপুল রাজ্যে প্রথম। প্রায় দু'কিলোমিটার দীর্ঘ উড়ালপুলটি তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতেই খুলে যাওয়ার কথা এই আন্তর্জাতিক সড়কপথ। ভারত লাগোয়া চারটি দেশের মধ্যে সংযোগকারী এই হাইওয়ের ৮৩ শতাংশ কাজ শেষ। পশ্চিমবঙ্গের অংশে ৩৭.২৭ কিলোমিটার পথের বেশিরভাগ রাস্তাই ছয় লেনের। তবে কোথাও ৪ লেন এবং একমুখী রাস্তা করা হয়েছে। প্রথমে রাস্তার জন্য বরাদ্দ ছিল ৩০০ কোটি টাকা। পরে বাড়তি জমি অধিগ্রহণ, অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ মেটানো, সার্ভিস রোড, উড়ালপুলের তলা দিয়ে নামার রাস্তা) এবং আন্ডারপাসের জন্য কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত বরাদ্দ চেয়ে পাঠানো হয়। দ্বিতীয় ধাপে বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়ায় ৭০৮ কোটি। তাতেও ঘাটতি পড়ে। বাগডোগরায় প্রধান উড়ালপুলে একটি সংযোগকারী ডানা–সহ কিছু জায়গায় বাড়তি কাজের প্রয়োজন হয়। শেষে প্রকল্পের খরচ বেড়ে দাঁড়ায় ৭২১ কোটি। পশ্চিমবঙ্গের অংশে প্রায় ৩ বছর আগে কাজ শুরু হয়েছে। পানিট্যাঙ্কি, নকশালবাড়ি, শিবমন্দির, মেডিক্যাল মোড়, কদমতলা, কামরাঙাগুড়িতেও উড়ালপুল হচ্ছে। বড় উড়ালপুলটি হচ্ছে বাগডোগরায়। ডানা–সহ যার দৈর্ঘ্য ১৭০০ মিটার। নীচে চার লেনের সার্ভিস রোড। এই বছর আগস্টে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিটুমিন, বালি, পাথরের সমস্যা ছাড়াও তিনবাত্তি ও কামরাঙাগুড়িতে জল সরবরাহের পাইপ সরানোর কাজে অতিরিক্ত সময় লাগে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে হাইওয়ে সম্পূর্ণ হবে বলে দাবি এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের। হাইওয়েটি খুলে গেলে এশিয়ার দেশগুলি মধ্যে যোগাযোগ সুগম হবে। বিবিআইএন চুক্তিতে ভারতের মধ্য দিয়ে নেপাল–ভুটান–বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর হবে। ভৌগোলিক দিক থেকে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সীমানায় থাকা শিলিগুড়ির গুরুত্ব আরও বাড়তে যাবে। বাড়বে পর্যটকদের আনাগোনাও। এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থাও বদলাবে। রাজ্য তাই হাইওয়ে তৈরিতে যাবতীয় সহায়তা করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও খোঁজ রাখছেন। এই সড়কের প্রকল্প আধিকারিক নির্মল মণ্ডলের কথায়, "এশিয়ান হাইওয়ে রাজ্যের পর্ব। কাজ করতে কোনও বড় বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। পথে গতি আনতে ৬টি উড়ালপুল করা হয়েছে। আশা করছি, আগামী বছরের শুরুতে

ABP – 19/7/18

পরিবহণ চুক্তি

শিলিগুড়ি: বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপালের মধ্যে পরিবহণ চুক্তি নিয়ে বুধবার শিলিগুড়ির সেবক রোডের উত্তরবঙ্গ মারোয়াড়ি ভবনে অনুষ্ঠিত হল কর্মশালা। ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, নর্থ বেঙ্গল (ফোসিন) এর উদ্যোগে কর্মশালা আয়োজিত হয়। ফোসিনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "সমীক্ষার রিপোর্ট চার দেশের সরকারকে পাঠানো হবে।"

আন্তর্দেশীয় পরিবহণ চুক্তি নিয়ে শহরে কর্মশালা

18/7/18

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিলিগুড়ি: বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপালের মধ্যে যদি পরিবহণ চুক্তি হয় তাহলে তা শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে আলোচনায় উদ্যোগী হয়েছে ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, নর্থ বেঙ্গল (ফোসিন)। আজ, বুধবার শিলিগুড়ির সেবক রোডের উত্তরবঙ্গ মারোয়াড়ি ভবনে তা নিয়ে কর্মশালাও হবে।

দেশ-বিদেশের একাধিক সংস্থার প্রতিনিধিরাও সামিল হচ্ছে এখানে। ফোসিনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'বিবিআইএন মোটর ভেহিকেল এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়িত হলে চার দেশের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা প্রচুর সুবিধা পাবেন। তবে এই চুক্তি নিয়ে ব্যবসায়ী ও সাধারণ বাসিন্দাদের মনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এনিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।"

বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের মধ্যে গাড়ি চলাচলের চুক্তিই সংক্ষেপে বিবিআইএন মোটর ভেহিকেল এগ্রিমেন্ট। ২০১৫ সালের জুন মাসে ভুটানের থিম্পুতে চুক্তি সই হয়। তবে ভুটান পরিবেশের ভারসাম্য, অনুপ্রবেশের আশঙ্কা সহ একাধিক প্রশ্ন সামনে রেখে আপাতত চুক্তি কার্যকর করতে রাজি নয়। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, তাই ভুটানকে বাদ দিয়েই আপাতত বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে পরীক্ষামূলক গাড়ি চালানো হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ঢাকা থেকে আগরতলায় একটি পণ্যবাহী গাড়ি চলেছে। ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লিতেও গাড়ি গিয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ, ভারত, নেপালে বিষয়টি নিয়ে নানা স্তরে আলোচনা হয়েছে। সেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে চুক্তির রূপরেখা তৈরি হচ্ছে। চুক্তি কার্যকর হলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির যাত্রীবাহী, পণ্যবাহী ও ব্যক্তিগত যানবাহন নির্দিষ্ট রুটে যাতায়াত করতে পারবে। চুক্তি অনুযায়ী, দেশগুলি যাতায়াতের পথে নির্দিষ্ট সমুদ্রবন্দরও ব্যবহার করবে।

পরিবহণ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার অর্থনীতিতে ছাপ পড়বে। বিশেষত, পর্যটন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছেন অনেকে। ট্যুর অপারেটর সম্রাট সান্যাল বলেন, "এখন ভুটান, নেপালে পর্যটকেরা সহজেই নিজেদের গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। চুক্তি কার্যকর হলে বাংলাদেশেও যাওয়া যাবে। লেনদেনও বেড়ে যাবে।"

ভুটানের আপত্তি কী নিয়ে হয়েছে? ফুন্টশিলিং থেকে থিম্পু পর্যন্ত রাস্তার ধারে এলাকায় বনাঞ্চল রয়েছে। যান চলাচল হলে ইকোসিস্টেমে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তা ছাড়া, যত্রতত্র গাড়ি ঢুকলে অনুপ্রবেশ, জমিতেও বাড়ি ঘরের চাপ বেড়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা তাঁদের।

কী হতে পারে

- ভারতের বনগাঁর পেট্রাপোল দিয়ে বেনাপোল-ঢাকা
- আগরতলা হয়ে চট্টগ্রাম
- শিলচর-সিলেট-বেনাপোল হয়ে বনগাঁ
- ভুটানের সামদ্রুপজোংখার থেকে আলিপুরদুয়ার, গুয়াহাটি, শিলং, তামাবিল, চট্টগ্রাম
- থিম্পু-ফুন্টশিলিং-জয়গাঁ, চ্যাংরাবান্ধা, ফুলবাড়ি, বাংলাদেশ
- কাঠমান্ডু-কাকরভিটা-শিলিগুড়ি-ফুলবাড়ি-পঞ্চগড় (বাংলাদেশ)

Stakeholders discuss issues on trade, transportation, and transit

July 18, 2018 News 148 Views

Clarity of information on trade and transit agreements between countries and implementation of policies in the field were two important recommendations, highlighted at a stakeholders' meeting on "trade, transport, and transit facilitation in the sub-region" yesterday in Phuentsholing.

Representatives from various stakeholders' agencies attended the meeting to discuss issues on trade, transport, and transit in cross-border situation.

A representative from Road Safety and Transport Authority (RSTA) in Phuentsholing said most of the local level stakeholders are unaware of MoUs agreed between governments.

"It has to be shared by the centre to the state government and to the ground level," he said. "It should be explained."

In doing so, Bhutanese trucks and other vehicles wouldn't have problems while travelling through the Indian territories, the officer said.

The chairman with the Bhutanese truckers committee, BB Tamang said Bhutanese trucks carrying goods through the Indian highway still faced problems.

"There have been cases where Bhutanese people have not got their vehicles back after being held," he said.

BB Tamang said that relevant officials across the border should understand that transit permit from Bhutan customs is enough for smooth transportation. Although routes across the borders are used, goods and commodities are ferried from one Bhutanese place to another.

"We don't drop goods in India," BB Tamang said. "But sometimes—our trucks are held, and it would be too late when we complain."

He said vehicles still get stuck at the customs office across the border. "They point out various documentations reasons and it is a loss for us."

To facilitate trade, transport, and transit facilitation in the sub-region, BB Tamang said that it was important to have storage facilities in Phuentsholing and other cross-border areas.

The Consumer Utility & Trust Society (CUTS) International is leading the overall project for "trade, transport, and transit facilitation in the sub-region." Bhutan Media and Communications Institute (BMCI) is conducting it in Bhutan.

BMCI director Pushpa Chhetri said the project's objective is to identify hurdles related to trade, transport, and transit facilitation in the sub-region. It includes Bhutan, Bangladesh, India, Nepal, and Myanmar.

"This project is simultaneously being conducted in other four countries," she said.

In Bhutan, BMCI has completed field surveys, focus group discussions, in-depth interviews, and three stakeholders meetings in Thimphu, Phuentsholing, and Delhi.

Two more stakeholders meeting would be conducted in Samdrupjongkhar and Thimphu, after which the findings would be compiled and submitted to CUTS International.

The representative from Bhutan Chamber of Commerce & Industry, Sangay Dorji said the problem in trade and transit facilitation across borders has to do more at the ground level.

"I think the problem is not because of lack of policies. It is all about ground difficulties," he said.

At times, for example, a particular official's mentality in the field can make a difference, he said, explaining this should be solved first. More cross- border coordination meetings would help.

Group discussions on ways to improve lives of people involved in trade transport, ways to improve women's participation in trade and transport, and discussions on benefits from regional connectivity were also held at the meeting.

Rajesh Rai | Phuentsholing

BBIN চুক্তি দ্রুত কার্যকর করার দাবিতে সেমিনার বণিকসভার

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : ভারত, ভুটান, নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্রুত সড়কপথে পণ্যবাহী গাড়ি চালানোর দাবি তুলল উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের সংগঠন ফোসিন ও কাটস (Consumer unity & trust society)।

গতকাল শিলিগুড়িতে একটি সেমিনারে অংশ নিয়ে কাটসের ডিরেক্টর ব্রতীন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, "এই চারটি দেশের মধ্যে আগেই চুক্তি হয়েছে। পরিকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে নেপাল ও ভুটান থেকে চার লেনের রাস্তা বানিয়ে ফুলবাড়ি দিয়ে তা বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার কাজও চলছে। এর ফলে এই এলাকার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি বদলাবে। তাই বণিকসভাগুলির দাবি, দ্রুত পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ শেষ হোক।"

ফোসিনের তরফে সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, চারটি দেশ চুক্তি করলেও পরবর্তীকালে ভুটান চুক্তি রূপায়ণের ক্ষেত্রে অনীহা দেখাচ্ছে। আমরা চাই প্রশাসনিক এই টালবাহানা দূর করে দ্রুত চুক্তি কার্যকর করতে পদক্ষেপ করুক ভারত। এর আগে বাংলাদেশে ও ভারতে এনিয়ে একাধিক বৈঠক হয়েছে। সম্প্রতি পরীক্ষামূলক ভাবে ঢাকা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে নেপাল পর্যন্ত ভলভোও বাস চালানো হয়েছে। এবার প্রয়োজন শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন চালু করা।

এই সেমিনারে কাটস এবং ফোসিন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্য বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, পরিকাঠামো তৈরির কাজে আরও তৎপরতা প্রয়োজন। রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হলেই দ্রুত পরিবহন চালু করতে এগিয়ে আসুক চার দেশই।

Sonar Bangla, Siliguri - 19/07/2018

Cry for Panitanki infrastructure

OUR CORRESPONDENT

Siliguri: Ordinary people, traders and tourism stakeholders have demanded improvement in infrastructure at Panitanki, the principal transit point to Nepal from north Bengal and the Northeast.

The demand comes after the recent visit of chief minister Mamata Banerjee to Changrabandha, a land port located on the India-Bangladesh border in Cooch Behar district and around 75km from here. During her visit, Mamata had said the state and the Centre should work together for the development of infrastructure on the site, through which several people cross the international border.

"Panitanki is the main transit point for residents of Nepal and those in north Bengal and the Northeast. Thousands of people from both the countries move across the border every day along the Mechi river bridge. Also, many foreign tourists take the route to enter India from Nepal and vice versa. That is why it is important to have proper infrastructure in place on the border, with basic amenities for travellers," said Raj Basu, a veteran in travel trade in the region.

Basu, who had been striving to integrate tourist destinations of eastern Nepal, north Bengal and Sikkim and promote a bigger tourism circuit, said the number of visitors moving through Panitanki was on the rise.

At Panitanki, there is no proper place for travellers to sit or refresh themselves. The road leading to Mechi bridge is in bad shape and is congested with traffic most of the times. Also, no space is available to park a vehicle.

Every day, hundreds of trucks from India and Bangladesh enter Nepal through the route, which leaves the road further congested.

Sunil Das, a trader based in Panitanki, around 40km from Siliguri, pointed out that an integrated immigration building (like the one in Fulbari, on the India-Bangladesh border, located around 5km from Siliguri) and a separate pathway along the bridge are immediately required.

This is because, he said, the BBIN (Bhutan, Bangladesh, India and Nepal) agreement on movement of vehicles is in place now and traffic will increase along the border.

"Bangladesh has already made trial runs of buses between Dhaka and Kathmandu and regular service would be introduced soon. Also, the Asian Highway 2 is entering India from Nepal through Panitanki and a new bridge would be constructed over the Mechi river. If the road connectivity improves, there should be adequate infrastructure on the frontier to meet travellers' needs," said Das.

Some local people also said it looked odd to have inadequate infrastructure at Panitanki, where central government departments like Customs and Immigration operate from a small building.

"There is a sharp contrast as the infrastructure is excellent at Kakarvitta (on the other side the border). It looks a bit awkward as people step into our side, particularly tourists from abroad who move through the route. We feel there should be similar infrastructure, like huge offices, gardens, parking spaces and places for people to sit and relax," said Dipen Lama, a Panitanki resident who frequents Nepal for business purposes.

Kakarvitta is under Mechinagar municipality of Jhapa district in Nepal.

"Panitanki still carries the village tag, which is why civic amenities are unavailable," said a resident.

Asked about the matter, officials of the Darjeeling district administration said both the state and the Centre need to come together on the issue.

"The infrastructure could be set up in Fulbari as the state and the Centre worked together. Land was provided to the Centre that allotted funds to set up the integrated building to accommodate necessary offices. A similar plan needs to be taken up for Panitanki," said an official.

The official has, however, said once the construction of the Asian Highway 2 ends, there is a chance that work on the improvement of infrastructure on the border might be taken up.

"After the BBIN agreement, the Centre is aware that areas like Panitanki and Changrabandha need development. The state also wants it, as was indicated by the chief minister. Altogether, we ho the ball would eventually sta rolling," he added.

The Mechi bridge on the India-Nepal border. File picture

[redacted]

Uttarbanga Sambad
19/7/2018

বিবিআইএন খসড়া চুক্তিতে পর্যটন নেই, ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : সাফল্যের সঙ্গে চার দেশের মধ্যে পরিবহণ চুক্তি কার্যকর হলে উত্তরবঙ্গের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, সেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নেই পর্যটন শিল্প। ফোসিন এবং কাটিন আয়োজিত কর্মশালায় বুধবার এই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। ইউরোপ এবং এশিয়ার একাধিক জায়গায় যখন পর্যটনকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, তখন বিবিআইএন-এ কেন একে গুরুত্ব দেওয়া হবে না, তা নিয়ে সরব হলেন রাজ বসুর মতো অনেকেই। যদিও পরবর্তীতে ফোসিনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস এবং কাটিনের ডিরেক্টর রবীন্দ্র ভট্টাচার্য জানান, পর্যটনকে রেখেই তাঁরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করবেন।

পরিবহণের খসড়া চুক্তিতে সই করেছে ভুটান, বাংলাদেশ, ভারত এবং নেপাল (বিবিআইএন)। ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারত হয়ে নেপাল পর্যন্ত একবার বাস চলাচলও হয়েছে। যদিও সিমলেস ট্র্যাফিকের জন্য এখনও পর্যন্ত পরিবহণের স্থায়ী চুক্তিতে সই করেনি ড্রুক দেশ। পার্লামেন্টের অনুমতি না মেলায় পিছিয়ে গিয়েছে ভুটান। কিন্তু এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে সবদিক দিয়ে উত্তরবঙ্গ উপকৃত হবে বলে মত ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ইন নর্থবেঙ্গল (ফোসিন) এবং কনজিউমার ইউনিটি অ্যান্ড ট্রাস্ট সোসাইটি (কাটস)। এলাকার মানুষ আর্থিকভাবে কতটা উপকৃত হবেন, তা তুলে ধরতে বুধবার কর্মশালার আয়োজন করা হয় সেবক রোডের একটি ভবনে। উপস্থিত ছিলেন আমদানি-রপ্তানিকারীদের পাশাপাশি বাণিজ্যিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং পর্যটন ব্যবসায়ীরা। বিবিআইএন পরিবহণ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে এ রাজ্যের হিলি, ফুলবাড়ি, চ্যাংরাবান্ধা, জয়গাঁ, পানিট্যাঙ্কি এবং রানি সীমান্ত এলাকায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে বলে মনে করেন বিশ্বজিৎবাবু এবং রবীন্দ্রবাবু। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যে পর্যটন প্রসঙ্গ ছিল না। যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ বসু সহ অনেকেই। তাঁদের বক্তব্য, পর্যটনকে বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। যদিও কর্মশালার আয়োজক দুটি সংগঠনের তরফেই পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হয়, পর্যটনকে বাদ দিয়ে কোনো পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হবে না। ভুটান এবং নেপালে সমস্যা না হলেও বাংলাদেশে তাঁরা মালিক বা গাইড গিয়েও নিয়ে যেতে পারেন না বলে এদিন জানান শিলিগুড়ি ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পবিত্র সাহা। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস মিলেছে।